সমস্ত দস্যু উপজাতির উচিত তাদের পিতামাতা, তাদের গুরু এবং বনে বসবাসকারী অন্যান্য প্রবীণ ও সন্ন্যাসীদের সেবা করা।(১৭)

সমস্ত দস্যু উপজাতিরও তাদের রাজাদের সেবা করা উচিত। বেদে বর্ণিত কর্তব্য ও আচার-অনুষ্ঠানও তাদের অনুসরণ করতে হবে। (১৮)

তাদের উচিৎ প্রয়াত মনিষীদের সম্মানে ত্যাগ উদযাপন করা, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কূপ খনন করা, তৃষ্ণার্ত যাত্রীদের জল দেওয়ার জন্য, ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে শয্যা এবং অন্যান্য উপহার বিতরণ করা উচিত।(১৯)

হিংসা থেকে বিরত থাকা, সত্য, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দের তাদের প্রাপ্য প্রদান করে তাদের সমর্থন করা, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ, পবিত্রতা, শান্তি, ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করা এই গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। যে নিজের সমৃদ্ধি খোঁজে এই ধরনের ব্যক্তিরও খাদ্য ও সম্পদের সমৃদ্ধ উপহার দিয়ে সমস্ত ধরণের পাকযজ্ঞ (অর্থাৎ হোম, যজ্ঞ, নিত্যশ্রাদ্ধ ইত্যাদি পুণ্যকর্ম।) উদযাপন করা উচিত।(২০-২১)

এই এবং অনুরূপ কর্তব্য এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য অতীতের দিনগুলিতে নির্ধারিত হয়েছিল। এই সমস্ত কাজ, যা অন্য সকলের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, (হে রাজা) দস্যুদেরও করা উচিত।(২২)

GDC SALBONI

cc-7/sec-B

Social rules for up-gradation and down-gradation of Caste System (Āpastambadharmasūtra, 2.5.11.10-11, Baudhāyanadharmasūtra, 1.8.16.13-14, Manusmṛti, 10, 64, Yājñavalkyasmṛti, 1.96)

## ১.৫/। জাতি প্রথার উচ্চাবস্থা ও নিম্নবস্থা সম্পর্কিত সামাজিক নিয়ম

এই বিভিন্ন বর্ণসংকর এবং বর্ণেতর জাতির বিকাশের সাথে সাথে বর্ণ বিপর্যয় সম্পর্কিত মতাদর্শও গড়ে ওঠে। ধর্মসূত্রে ও স্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে, যদি কোনো সংকর বর্ণ তার নিজের বর্ণের মধ্যে বিবাহ করে তবে তার বংশে জন্ম নেওয়া পঞ্চম সন্তানের মধ্যে শূদ্রত্ব দোষ দূর হয়, যেমন বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে বলা হয়েছে-

निषादेन निषाद्यामा पञ्चमाज्जातोऽपहन्ति शूद्रताम्।
(बौ०धर्म018.16.13)

অর্থাৎ কোনো নিষাদ (চন্ডাল, ব্যাধ, জেলে) পুরুষ কোনো নিষাদ নারীকে বিয়ে করলে তার বংশে পঞ্চম পুত্রের শূদ্র মর্যাদা শেষ হয়ে যায়।

“तमुपनयेत्षष्ठं याजयेत्सप्तमोऽविकृतो भवति" (1.8.16.14)

GDC SALBONI

বৌধায়নের মতে, যদি তিনি পঞ্চম পুত্রের উপনয়ন করান এবং ষষ্ঠ পুত্রকে দিয়ে যজ্ঞ করান, তবে সপ্তম পুত্রটি সমস্ত দোষমুক্ত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুসারে –

জাত্যুত্কর্ষো যুগে জ্ঞেয: সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।

ব্যত্যয়ে কর্মণাং সাম্যং পূর্বচ্চাধরোত্তরম্।। (1/96)

এইভাবে সেই বর্ণটি উন্নত হয় অর্থাৎ শূদ্রত্বের দোষ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। উল্টোটা ঘটলে জাতি অধঃপতন হয়।

ধর্ম চর্যয়া জঘন্যো বর্ণ: পূর্বং পূর্বং বর্ণম্ আপদ্যতে জাতি

পরিবৃত্তৌ || 10 || (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২/৫/১১-১০)

যদি নিম্নবর্ণের মানুষ তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে তাহলে

পরের জন্মে নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চতর বর্ণের হয়।

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ।

अश्रेयान्श्रेयसीं जातिं गच्छत्या सप्तमाद्युगात् । । १०.६४ । ।मनु.

বিবাহিতা শূদ্রা-নারীতে ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিতা যে পারশব আখ্যা কন্যা, সেই কন্যা কে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে ওই বিবাহিতা কন্যাতে কন্যা উৎপাদিত করে এবং সেই কন্যা কে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে, ওই কন্যা তে জাতা যে কন্যা, তাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে – এই

GDC SALBONI

ভাবে সপ্তম জন্মে ওই পারশবাখ্য বর্ণ বীজের উৎকর্ষতা জন্য ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠে।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং এতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্ ।

ক্ষত্রিয়াজ্জাতং এবং তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ।। ১০.৬৫ ।।মনু.

কালক্রমে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে [৬৪ নং শ্লোকে উদাহরণ দ্রষ্টব্য] এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব লাভ করে। ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে এবং বৈশ্যজাতীয় পুরুষ থেকে যে সন্তান জন্মে তার বর্ণোৎকর্ষাদিও এইভাবে হ'য়ে থাকে বুঝতে হবে। [দৃষ্টান্তরূপে বলা হচ্ছে- ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা নারীতে জাত পারশব জাতীয় পুরুষ যদি শূদ্রাকে বিবাহ করে তাতে পুত্র উৎপন্ন করে এবং ঐ পুত্র যদি শূদ্রানারীকে বিবাহ ক'রে তাতে এক পুত্র উৎপন্ন করে, তবে এই প্রকারে সপ্তম জন্মে ঐ পারশব প্রকৃত শূদ্রজাতি হয়। ক্ষত্রিয়কর্তৃক এইভাবে বিবাহিতা শূদ্রাতে জাতা যে কন্যা, তাকে যদি অন্য ক্ষত্রিয় বিবাহ করে কন্যা উৎপাদন করে-এইক্রমে পঞ্চম জন্মের সন্তান ক্ষত্রিয় হয়, এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে শূদ্রাতে জাত পুরুষ যদি শূদ্রা বিবাহ করে এক পুত্র উৎপাদন করে আর ঐ পুত্র যদি শূদ্রা নারীতে এক পুত্রের জন্ম দেয়-এইক্রমে পঞ্চম জন্মের সন্তান শূদ্র হ'য়ে ওঠে। এইরকম বৈশ্য পুরুষের দ্বারা বিবাহিতা শূদ্রাতে যে কন্যা জন্মে তাকে যদি অন্য বৈশ্য বিবাহ করে কন্যা উৎপাদন করে -এইভাবে তৃতীয়জন্মের সন্তান বৈশ্য হয়। এইভাবে ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যানারীর গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণের বৈশ্যজাতি হওয়ার উদাহরণ। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া নারীতে জাত পুত্রের তৃতীয় জন্মে ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়; ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যা নারীতে জাত পুত্রের তৃতীয় জন্মে ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।] ।। ৬৫।।

অধর্ম চর্যয়া পূর্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণম্ আপদ্যতে

GCDC SALBONI

জাতি পরিবৃত্তৌ || 11 || (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২/৫/১১-১১)

যদি উচ্চবর্ণরা তাদের কর্তব্য অবহেলা করে তাহলে পরের জন্মে তারা নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করে।

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে প্রাথমিকভাবে বর্ণপ্রথা ছিল সমাজের উন্নতির জন্য। সমাজের বিকাশের ফলে, শ্রেণীগুলির পারস্পরিক মিশ্রন, বর্ণ-সংকর এবং অ-বর্ণ জাতিগুলিকে সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসংখ্য নতুন বর্ণের বিকাশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। যা জন্মভিত্তিক ব্যবস্থামূলক সমাজকে ধ্বংসমুখী করে। কিন্তু এই বিভিন্ন জাতিকে সমাজের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রশংসনীয় ও জনহিতকর প্রয়াসও ধর্মতাত্ত্বিক ও স্মৃতিবিদরা করেছিলেন, যা পরবর্তীতে জাতপাতের আকারে প্রকাশ পায়।

GGDC SALBONI